আমরাই পারি পরিবর্তন করতে
নারীর প্রতি সকল প্রকার
নির্যাতন রুখে দিতে

আমরাই পারি পরিবর্তন করতে
নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন রুখে দিতে

প্রকাশনায়:
নেটজ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস
বাড়ি নং ৩/১ (১ম তলা), ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন:+৮৮ ০২৯১৪৬৪৫৮, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯১৪৬৪৫৯
ওয়েবসাইট: www.bangladesch.org

প্রণয়ন ও সম্পাদনা:
হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম
নেটজ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস

প্রকাশকাল:
এপ্রিল ২০২১

স্বত্ব:
নেটজ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স এবং মুদ্রণ
রিয়েল প্রিন্টিং অ্যাণ্ড অ্যাডভার্টাইজিং

সহযোগিতায়:
এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়েছে

Disclaimer: "*This publication has been produced with the financial support of the European Union under the project titled Strengthened Civil Society Protects and Promotes Women's Rights. Its contents are the sole responsibility of WE CAN, DASCOH and NETZ Partnership for Development and Justice and do not necessarily reflect the views of the European Union.*"

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
নারী নির্যাতন কী	৭
পারিবারিক সহিংসতা বা নির্যাতন কী	৮
পারিবারিক নির্যাতনের ধরন	৯
এই আইনে কারা সুরক্ষা পাবেন	১৩
পারিবারিক নির্যাতন হলে কোথায় অভিযোগ করা যাবে	১৪
এই আইনে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যায়	১৫
অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা	১৭
শাস্তি	১৮
আমরা কী করতে পারি	১৯
কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ঠিকানা	২৪

আমরাই পারি পরিবর্তন করতে
নারীর প্রতি সকল প্রকার
নির্যাতন রুখে দিতে

ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে নারী ও শিশুর প্রতি চলমান নির্যাতন নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের পথে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। বিশ্বে প্রতি ৩ জনের ১ জন নারী কোনো না কোনো নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্য ৭২.৬ জন নারী স্বামী বা পরিবারের সদস্য দ্বারা জীবনের কোনো না কোনো সময় নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু বিষয়টি অপরাধ হিসেবে না দেখে পরিবারের অভ্যন্তরের এবং ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আড়াল করা হয়।

পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালের ১১ অক্টোবর পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে পারিবারিক নির্যাতনের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এটি যে কেবল পরিবারের বিষয় নয় সেই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন কী?

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ ঘোষণা ১৯৯৩-এর আলোকে নারী নির্যাতনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, পরিবারে বা সমাজে একজন নারীর প্রতি যেসব আচরণ তার দৈহিক, জৈবিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি সাধন করে কিংবা করতে পারে এই আচরণকেই নারী নির্যাতন বলে। কেনো নারীকে এই ধরনের ক্ষতিকর হুমকি দেওয়াও নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

পারিবারিক সহিংসতা বা নির্যাতন কী?

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ অনুযায়ী, পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোনো নারী বা শিশু (১৮ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়ে) সদস্যের উপর শারীরিক, মানসিক, যৌন অথবা আর্থিক নির্যাতনকে বুঝায়।

পারিবারিক নির্যাতনের ধরন

শারীরিক নির্যাতনঃ

- থাপ্পড় দেওয়া
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ঘুষি মারা
- গর্ভাবস্থায় পেটে আঘাত করা
- ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া
- লাঠি দিয়ে মারা
- খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া
- গায়ে গরম পানি বা কিছু ছুঁড়ে ফেলা
- কামড় দেওয়া
- গলা চেপে ধরা
- ফাঁস দিয়ে মারার চেষ্টা ইত্যাদি।

মানসিক নির্যাতনঃ

- সন্দেহ করা
- অপবাদ দেওয়া
- সন্তান নিয়ে নেওয়া
- কথা বলা বন্ধ করা
- ঘরে না ফেরা
- খাবার না খাওয়া
- অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা
- নারীর কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করা
- গালি-গালাজ ধমক দেওয়া
- সম্পদ নষ্ট করে ভয় দেখানো
- নির্যাতনের হুমকি দেওয়া
- অপমান করা
- সম্মানহানি করা ইত্যাদি।

যৌন নির্যাতনঃ

- হুমকি বা ভয় দেখিয়ে সহবাস
- শারীরিক জোর করে সহবাস,
- জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন কাজে বাধ্য করা,
- অন্যের সামনে বা সঙ্গে জোর করে সহবাসে বাধ্য করা,
- যৌন হয়রানির হুমকি দেওয়া ইত্যাদি।

আর্থিক নির্যাতনঃ

- ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও টাকা-পয়সা বা খোরপোষ না দেওয়া,
- সুযোগ সত্ত্বেও উপার্জন না করা,
- টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ না দেওয়া,
- নারীর উপার্জনমূলক কাজ নিয়ন্ত্রণ করা,
- উপার্জন নিয়ন্ত্রণ করা,
- টাকা-পয়সা, গহনা কেড়ে নেওয়া বা না জানিয়ে বিক্রি করা।

এই আইনে কারা সুরক্ষা পাবেন?

- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি (নারী ও শিশু) যার সাথে প্রতিপক্ষের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক অর্থাৎ রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কীয় কারণে অথবা দত্তক বা যৌথ পরিবারের সদস্য হবার কারণে প্রতিষ্ঠিত কোনো সম্পর্ক;
- পারিবারিক সহিংসতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শিশু।

পারিবারিক নির্যাতন হলে কোথায় অভিযোগ করা যাবে

- পুলিশ কর্মকর্তা;
- প্রয়োগকারী কর্মকর্তা (মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে);
- সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (নারী ও শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও);
- সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তি সরাসরি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, আইনজীবীর মাধ্যমে যিনি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করবেন তিনি তা সংশ্লিষ্ট থানা বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন।

এই আইনে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যায়

- এই আইনে পুলিশ কর্মকর্তা অথবা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা অথবা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অভিযোগ গ্রহণের সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সহায়তাসহ অন্যান্য সেবাসমূহের প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবা প্রদান করবেন।

- এই আইনের আওতায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অভিযোগের উপর ভিত্তি করে অন্তর্বর্তীকালীন অথবা স্থায়ী সুরক্ষা আদেশ অথবা অন্য কোনো আদেশ (যেমন: বসবাস, ক্ষতিপূরণ ও নিরাপদ হেফাজত আদেশ) জারি করতে পারবেন।

- এই আইনে প্রতিকার পাওয়ার লক্ষ্যে অভিযোগের প্রকৃতি অনুযায়ী আইনি কাঠামোয় বিদ্যমান বিভিন্ন ফোরামে যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। যেমন: বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ের মিমাংসা প্রচলিত আইনি পদ্ধতিতেই হবে।

অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা

এই আইনে ক্ষতিপূরণ আদেশ ছাড়া প্রতিটি আবেদন নোটিশ জারির তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে আদালত নিষ্পত্তি করবে। যদি এই সময়ের মধ্যে না হয় তবে আরও ১৫ দিন, তাও যদি না হয় তবে আরও ৭ দিন সময় নিতে পারবে। তবে ক্ষতিপূরণের মামলা নিষ্পত্তি করতে সময় লাগে ৬ মাস।

শাস্তি

এই আইনের আদালত যে সুরক্ষা আদেশ দিবে সে আদেশের শর্ত লঙ্ঘন করলে বা না মানলে তা অপরাধ হিসেবে ধরা হবে এবং তার জন্য অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

আমরা কী করতে পারি?

- ঘরে-বাইরে নারীর নির্যাতনমুক্ত জীবনের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়েরই। আমাদের নীরবতা প্রকারান্তরে অত্যাচারীকেই সমর্থন করে। আসুন, চুপ করে না থেকে প্রতিবাদ করি। প্রতিরোধ গড়ি।

- সকল ধরনের নির্যাতনের ঘটনাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও আইনি অপরাধ হিসেবে দেখা;

- পরিবারের সদস্যদের দ্বারাও নির্যাতন করা যে অন্যায় এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা;

- নারীর প্রতি সহিংসতাকে শুধু ব্যক্তিগত/ পারিবারিক বিষয় হিসেবে না দেখে অপরাধ হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি করা;

- আমাদের নিজেদের ব্যবহার ও আচরণে পরিবর্তন আনা, নিজে কখনও হয়রানি ও নির্যাতন না করা;

- গৃহস্থালি কাজকে নারী-পুরুষের উভয়ের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা এবং নিজে কাজগুলো করা ও অন্যকে করার জন্য উৎসাহিত করা;

- মদ, জুয়া, পর্ণোগ্রাফিসহ সকল অসামাজিক কার্যকলাপ যা পারিবারিক নির্যাতনে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর বিরুদ্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

- বাল্যবিয়ে, বহুবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি যেগুলো পারিবারিক নির্যাতনের কারণ হিসেবে বিবেচিত সেগুলো প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা;

- নির্যাতিত নারীকে দোষারোপ না করে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, আইনি ও মানসিক সহায়তা দেওয়া;

- কেউ নারী নির্যাতনের শিকার হলে প্রতিবাদ ও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করা;

- কেউ নির্যাতনের শিকার হলে নিকটস্থ মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, থানা এবং উদ্যোগী ও সক্রিয় মানবাধিকার সংগঠনকে জানানো অথবা জাতীয় হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে ফোন করে সহায়তা চাওয়া;

- পারিবারিক সহিংতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

বাল্যবিয়ে ও যেকোনো নারী নির্যাতনের ঘটনায় সহায়তার জন্য জাতীয় হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করুন।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেবাপ্রদানকারী সংস্থার ঠিকানা

ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল

বাংলাদেশের ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল রয়েছে। এই সেলগুলো নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের চিকিৎসাসেবা, পুলিশের সহায়তা, আইন সহায়তা, মনোসামাজিক পরামর্শ, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার,

ফার্মগেট, ঢাকা, ফোন: ০২ ৯১১০৮৮৫
মোবাইল: ০১৭৪৫৭৭৪৪৮৭

ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার

ফোন/ফ্যাক্স: ০২ ৮৩২১৮২৫,
মোবাইল ফোন: ০১৭১৩১৭৭১৭৫

জাতীয় মহিলা সংস্থা

ফোন: ০২ ৯৩৪৩০০৩